গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্বত্রণালয়ের সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১.	জেলা শিল্পকলা একাডেমীসমূহের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও সুষমকরণ। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০০৬ হতে জুন-২০১১। মোট ব্যয় : ২৭৩৩.৭৫ লক্ষ টাকা।	দেশব্যাপী জরাজীর্ণ জেলা শিল্পকলা একাডেমিগুলি সংস্কার, সম্প্রসারণ ও সুষমকরণের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।	ঢাকা	এতে জেলায় সাংস্কৃতিক চর্চার গুণগত মান ও জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে নতুন প্রজন্ম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।	
২.	এ্যাকশন প্লান ফর দি সেফ গার্ড অব বাউল সংস (কারিগরী সহায়তা প্রকল্প)। বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল-২০০৮ হতে জুন-২০১০ মোট ব্যয় : ৪৬.৪৪ লক্ষ টাকা।	নতুন প্রজন্মের বাউলরা যেন সঠিকভাবে বাউল গানের পারফরম্যান্স এবং ট্রান্সমিশনে প্রশিক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের বাউল সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা এবং বাউল গান সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ইউনেস্কোর সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে।	ঢাকা	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১০০টি বাউল গান ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে ও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের বাউল গান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি পেয়েছে।	
৩.	ইমপ্রুভমেন্ট অব অডিও-ভিজ্যুয়াল ইকুপমেন্ট অব বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম। বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল-২০০৮ হতে জুন-২০১১। মোট ব্যয় : ৯৮৫.৩৯ লক্ষ টাকা।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অডিও-ভিজ্যুয়াল ব্যবস্থা এবং মিলনায়তনের সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।	ঢাকা	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড প্রচারের সযোগ সুবিধা বেড়েছে।	
৪.	জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ (২য় পর্যায়)। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি-২০০৯ হতে জুন-২০১২। মোট ব্যয় : ২৮৮০.৮৫ লক্ষ টাকা।	শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকার সেগুনবাগিচা চত্বরে জাতীয় চিত্রশালা ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	ঢাকা	এর ফলে চিত্রকর্ম প্রদর্শন, সংরক্ষণ এ বিকাশে একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাণের প্রদর্শনী আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে।	
৫.	জেলা পাবলিক লাইব্রেরিসমূহের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০০৫ হতে জুন-২০১২ মোট ব্যয় : ৯৯০১.৮৫ লক্ষ টাকা।	জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান গণগ্রন্থাগারগুলির আধুনিকায়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে জেলা গণগ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলাগুলো হলো: (১) ময়মনসিংহ (২) কিশোরগঞ্জ (৩) জামালপুর (৪) নেত্রকোণা (৫) মানিকগঞ্জ (৬) মুন্সিগঞ্জ (৭) ফরিদপুর (৮) গোপালগঞ্জ (৯) মাদারীপুর (১০) শেরপুর (১১) টাংগাইল (১২) খাগড়াছড়ি (১৩) কুমিল্লা (১৪) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (১৫) বান্দরবান (১৬) রাংগামাটি (১৭) ফেণী (১৮) নোয়াখালী (১৯) নাটোর (২০) চাঁপাইনবাবগঞ্জ (২১) গাইবান্ধা (২২) কুড়িগ্রাম (২৩)	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোণা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শেরপুর, টাংগাইল, খাগড়াছড়ি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, বান্দরবান, রাংগামাটি, ফেণী, নোয়াখালী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গাইবান্ধা,	এর ফলে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনসাধারণকে পাঠসেবা প্রদানে গ্রন্থাগারের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	

ক্রমিক	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
		সিরাজগঞ্জ (২৪) জয়পুরহাট (২৫) ঠাকুরগাঁও (২৬) নঁওগা (২৭) পাবনা (২৮) নীলফামারী (২৯) দিনাজপুর (৩০) সাতক্ষীরা (৩১) যশোর (৩২) ঝিনাইদহ (৩৩) মেহেরপুর (৩৪) চুয়াডাংগা (৩৫) নড়াইল (৩৬) সুনামগঞ্জ (৩৭) হবিগঞ্জ (৩৮) পিরোজপুর (৩৯) ভোলা।	কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁও, নঁওগা, পাবনা, নীলফামারী, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাংগা, নড়াইল, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, পিরোজপুর, ভোলা।		
৬.	জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০০৫ হতে জুন-২০১২ মোট ব্যয় : ২৬৯১.৩৬ লক্ষ টাকা।	জাতীয় আর্কাইভস ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	ঢাকা	এর মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক, বিচার বিভাগীয়, সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক. সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাবলী সম্বলিত পুরাতন ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ ও মূল্যবান দলিলপত্রগুলোকে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এগুলো দেশের ইতিহাসবিদ, গবেষক, প্রশাসক ও জ্ঞান-পিপাসু মানুষের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টির নিমিত্তে একটি মাস্টার প্ল্যান করা হয়েছে।	
৭.	অপ্রচলিত মূল্যবান নথিসমূহের সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০০৯ হতে জুন-২০১২ মোট ব্যয় : ৩৯১.২১ লক্ষ টাকা।	দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান দলিলপত্র জরুরী ভিত্তিতে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে।	ঢাকা	সংগৃহীত দলিলপত্র মূল্যায়নের পর ন্যাশনাল আর্কাইভস এ স্থানান্তর করা হয়েছে। সংগৃহীত দলিলপত্র ওয়েবসাইট এ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণ, ইতিহাসবিদ, গবেষকসহ সকলের জন্য তথ্য ও নথিপত্র সহজলভ্য করা হয়েছে।	
৮.	বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল-২০০৬ হতে জুন-২০১২ মোট ব্যয় : ৩১৬০.৭৬ লক্ষ টাকা।	বাংলা একাডেমির প্রশাসনিক ও গবেষণামূলক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধাসহ নান্দনিক বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।	ঢাকা	বাংলা একাডেমী ভবন নির্মাণ করে আধুনিক সুবিধাসহ গ্রন্থাগার, সভাকক্ষ, অফিস কক্ষ, মিলনায়তন এবং অভ্যন্তরীণ রাস্তা, পুকুর ঘাট ও রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে সাহিত্য চর্চায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। সাহিত্যিকবৃন্দ ও জন সাধারণের সাহিত্য চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে।	
৯.	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা	সোনারগাঁও-এর লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে মিলনায়তন, জাদুঘর, লাইব্রেরি ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা	নারায়ণগঞ্জ	স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে	

ক্রমিক	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
	সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়)। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি-২০০৯ হতে জুন-২০১২। মোট ব্যয় : ১০৩৯.৮৫ লক্ষ টাকা।	নির্মাণ করা হয়েছে।		দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।	
১০.	কুমিল্লায় নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র স্থাপন। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি-২০১০ হতে জুন-২০১২। মোট ব্যয় : ৬৯২.৩৩ লক্ষ টাকা।	নজরুল সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্মের চর্চা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর স্মৃতিবিজরিত কুমিল্লা জেলায় কবি নজরুল ইনস্টিটিউট-এর আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।	কুমিল্লা	কবি নজরুল ইনস্টিটিউট-এর আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের ফলে উক্ত অঞ্চলে নজরুল চর্চার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে।	
১১.	বেসরকারি গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১৩ মোট ব্যয় : ৫২৮.৪৯ লক্ষ টাকা।	দেশের সকল জেলার ঐতিহ্যবাহী বেসরকারি লাইব্রেরিগুলি মেরামত, সংরক্ষণ ও বর্ধিতকরণসহ লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় বই, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।	সমগ্র বাংলাদেশ	ফলে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণের জ্ঞানচর্চার জন্য লাইব্রেরিগুলি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।	
১২.	লালবাগ কেল্লার সংস্কার-সংরক্ষণ ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীনকীর্তির সংস্কার ও সংরক্ষণ। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০০৫ হতে জুন-২০১৩ মোট ব্যয় : ৮৩০.৯৪ লক্ষ টাকা।	ঐতিহ্যবাহী লালবাগ কেল্লার সংস্কার এবং প্রথমবারের মত লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালু করা হয়েছে।	ঢাকা	লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালু করে লালবাগ কেল্লার ইতিহাস জনগণের মধ্যে বিনোদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হচ্ছে। উক্ত প্রত্নস্থলে দর্শনার্থীর আগমন বৃদ্ধি পেয়েছে।	
১৩.	ট্রেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর লং টার্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড বেস্ট প্রাকটিস কনসারভেশন ফর দি প্রিজারভেশন অফ কালচারাল হেরিটেজ সাইটস এন্ড ওয়াল্ড হেরিটেজ প্রোপারটিজ ইন বাংলাদেশ। বাস্তবায়নকাল : আগস্ট-২০১১ হতে ফেব্রুয়ারি-২০১৩। মোট ব্যয়: ২১৩.৩৭ লক্ষ।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কনজারভেশন ল্যাব-এর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।	ঢাকা	ধাতব প্রত্ননিদর্শনের গুণগত মাণ এবং এর বিভিন্ন উপাদান যাচাই ও পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।	
১৪.	বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ। বাস্তবায়নকাল : জানু-২০১১ হতে জুন-২০১৪ মোট ব্যয় : ৯২১.৮৪ লক্ষ টাকা।	জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সামগ্রীর ফুল-টেকস্ট ডিজিটাইজেশন এবং স্থায়ী সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল তথ্য-সংরক্ষণাগার তৈরী করা হয়েছে। ডিজিটাল তথ্য-সংরক্ষণাগারে অন-লাইন পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।	ঢাকা	গবেষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দের নিকট ডিজিটাল পদ্ধতিতে আরকাইভাল মুল্যসমৃদ্ধ তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।	
১৫.	পল্লী কবি জসীম উদ্দীন সংগ্রহশালা নির্মাণ (সংশোধিত)। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০০৬ হতে জুন-২০১৪ মোট ব্যয় : ১২৩৬.৭৫ লক্ষ টাকা।	পল্লী কবি জসিম উদ্দীনের মূল্যবান সৃষ্টিসমূহ সংরক্ষণ, তাঁর সাহিত্যকর্মকে ছাত্র ও গবেষকদের নিকট তুলে ধরা ও গবেষণা কর্মে সহায়তা করা হচ্ছে।	ফরিদপুর	ফলে পল্লী কবির ওপর সাহিত্য চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে।	
১৬.	হাছন রাজা একাডেমি নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল-২০০৯ হতে জুন-২০১৫ মোট ব্যয় : ৯৩৩.৩৩ লক্ষ টাকা।	সুনামগঞ্জ জেলায় শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।	সুনামগঞ্জ	এর মাধ্যমে দেশীয় ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক চর্চা বেগবান হয়েছে। হাছন রাজার সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে জনসাধারণ নতুন করে অবহিত হচ্ছে।	

ক্রমিক	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১৭.	সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম, কুষ্টিয়া। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০১২ হতে জুন-২০১৬ মোট ব্যয় : ৬৪৭.৮৩ লক্ষ টাকা।	এক শতাব্দী পূর্বে গ্রামীণ সাংবাদিকতার প্রবর্তক সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এম.এন. প্রিন্টিং প্রেসের ছাপাখানা ঘিরে একটি জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে।	কুষ্টিয়া	সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথের অসামান্য কীর্তি এবং সাংবাদিক হিসেবে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম অবহিত হচ্ছে।	
১৮.	বাংলা একাডেমি স্টাফ কোয়াটার নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল : মার্চ-২০১৩ হতে ডিসেম্বর-২০১৫।মোট ব্যয় : ৫২৭৩.৪৬ লক্ষ টাকা।	বাংলা একাডেমি স্টাফ কোয়াটার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	ঢাকা	বাংলা একাডেমি স্টাফ কোয়াটার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাংলা একাডেমির কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে।	
১৯.	রুমা উপজেলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি-২০১১ হতে ডিসেম্বর-২০১৫। মোট ব্যয় : ৭১৩.৩৩ লক্ষ টাকা।	বান্দরবানের রুমা উপজেলায় আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।	বান্দরবান	বান্দরবানের রুমা উপজেলায় আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের পর উক্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সুচারুভাবে সংরক্ষণ, উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং সাংস্কৃতিক চর্চা বিকশিত হচ্ছে।	
২০.	সাউথ এশিয়ান টুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি-২০১০ হতে ডিসেম্বর-২০১৬ মোট ব্যয় : ১০১২৩.৬৯ জিওবি : ১৬৪৯.৩৯ লক্ষ টাকা।	প্রকল্পের আওতায় নওগাঁর পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার এলাকা, বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকা, দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির এবং বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে বিশ্রামাগার, ক্যাফেটারিয়া, চলাচলের পথ, পার্কিং সুবিধাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।	নওগাঁ, বগুড়া, দিনাজপুর এবং বাগেরহাট	প্রকল্পের আওতায় নওগাঁর পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার এলাকা, বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকা, দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির এবং বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে বিশ্রামাগার, ক্যাফেটারিয়া, চলাচলের পথ, পার্কিং সুবিধাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে উক্ত চারটি প্রত্নস্থানে দর্শনার্থীর আগমন বৃদ্ধি পেয়েছে।	
২১.	বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ। বাস্তবায়নকাল : জানু-২০১৪ হতে জুন-২০১৭ মোট ব্যয় : ১৪২২.৯০ লক্ষ টাকা।	দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য বই পড়ার বিকল্প উৎস তৈরি, সৃজনশীল বইয়ের পাঠাভ্যাসের উন্নয়ন ঘটানো এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান ও সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।	সমগ্র বাংলাদেশ	বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৯৯৮ সালে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম শুরু করে। পর্যায়ক্রম ৪৬টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি স্থাপনের মাধ্যমে ৫৮টি জেলার ১৯০০টি এলাকায় কার্যক্রমটি সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং দুই লক্ষাধিক পাঠকের দোরগোড়ায় সরাসরি লাইব্রেরি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে পাঠক সংখ্যা এবং জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে।	
২২.	হালুয়াঘাট, দিনাজপুর এবং নওগাঁ জেলা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০১৩ হতে জুন-২০১৮ মোট ব্যয় : ৩১৩৬.৯৯ লক্ষ টাকা।	সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, নওগাঁর পত্নীতলা এবং দিনাজপুর সদরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে।	ময়মনসিংহ, দিনাজপুর এবং নওগাঁ	ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, নওগাঁর পত্নীতলা এবং দিনাজপুর সদরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে। ফলে উক্ত অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সাংস্কৃতিক চর্চার গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।	
২৩.	১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির সংস্কার ও	জেলা শিল্পকলা একাডেমির আধুনিকায়ন ও সংস্কারের	কিশোরগঞ্জ; শেরপুর	জেলা শিল্পকলা একাডেমির আধুনিকায়ন ও	

ক্রমিক	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
	মেরামত। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী-২০১৫ হতে জুন-২০১৯ মোট ব্যয় : ৭১০১.১৫ লক্ষ টাকা।	মাধ্যমে ১৫টি জেলায় সংস্কৃতি চর্চার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। শিল্পকলা একাডেমির একুযষ্টিক সুবিধা, শব্দ ব্যবস্থা, মঞ্চস্থ যন্ত্রপাতি, মঞ্চস্থ আলোক ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এ ১৫টি জেলা হলো: ১। কিশোরগঞ্জ সদর; ২। শেরপুর সদর; ৩। শেখ ফজলুল হক মনি মেমোরিযাল অডিটরিয়াম, গোপালগঞ্জ; ৪। রাজশাহী সদর; ৫। জয়পুরহাট সদর; ৬। সৈয়দপুর মনসুর আলী অডিটরিয়াম, সিরাজগঞ্জ; ৭। সিলেট সদর; ৮। হবিগঞ্জ সদর; ৯। যশোর সদর; ১০। ঝিনাইদহ সদর; ১১। চট্টগ্রাম সদর; ১২। ঝালকাঠি সদর; ১৩। নীলফামারী সদর; ১৪। দিনাজপুর সদর এবং ১৫। পটুয়াখালী সদর।	সদর; গোপালগঞ্জ; রাজশাহী; জয়পুরহাট; সিরাজগঞ্জ; সিলেট; হবিগঞ্জ; যশোর; ঝিনাইদহ; চট্টগ্রাম; ঝালকাঠি; নীলফামারী; দিনাজপুর এবং পটুয়াখালী।	সংস্কারের মাধ্যমে ১৫টি জেলায় সংস্কৃতি চর্চার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। শিল্পকলা একাডেমির একুযষ্টিক সুবিধা, শব্দ ব্যবস্থা, মঞ্চস্থ যন্ত্রপাতি, মঞ্চস্থ আলোক ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হয়েছে।	
২৪.	ছয়টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি-২০১৫ হতে জুন-২০১৯ মোট ব্যয় : ৪৪৯৫.৮৭ লক্ষ টাকা।	দেশের জনগণকে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রবর্ধন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র দুরিকরণে মানব সম্পদ উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ৬টি জেলায় আধুনিক গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। এ ৬টি জেলা হলো- নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কুষ্টিয়া, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার ও বরগুনা।	নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কুষ্টিয়া, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার ও বরগুনা।	৬টি জেলায় আধুনিক গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। এ ৬টি জেলা হলো – নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কুষ্টিয়া, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার ও বরগুনা। সরকারি গণগ্রন্থাগার থেকে জনসাধারণকে মানসম্পন্ন পাঠসেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।	
২৫.	শেকড়ের সন্ধ্যানে মেগা কনসার্ট। বাস্তবায়নকাল : সেপ্টেম্বর-২০১৮ হতে নভেম্বর-২০১৮ মোট ব্যয় : ৪৩০৫.৫১ লক্ষ টাকা।	‘শেকড়ের সন্ধ্যানে মেগা কনসার্ট’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	সমগ্র বাংলাদেশ	‘শেকড়ের সন্ধ্যানে মেগা কনসার্ট’ এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একুশ শতকের উন্নত, সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত এবং উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে স্বাধীনতার স্বপক্ষের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিতকরণ এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সর্বসাধারণকে অবহিত করা হয়েছে।	
২৬.	সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের-ডিজিটাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন। বাস্তবায়নকাল : নভেম্বর-২০১৮ হতে ডিসেম্বর-২০১৮ মোট ব্যয় : ৪৪৭৩.০০ লক্ষ টাকা।	‘সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের-ডিজিটাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	সমগ্র বাংলাদেশ	‘সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের-ডিজিটাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন’ এর মূল উদ্দেশ্য সাধারণ জনগণকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একুশ শতকের উন্নত, সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত এবং উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ। ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে জনসাধারণকে প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জনসাধারণ অবহিত হয়েছে।	

ক্রমিক	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
২৭.	তিনটি জেলায় তিনজন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতি কেন্দ্র/ সংগ্রহশালা স্থাপন। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০১৭ হতে ডিসেম্বর-২০১৯। মোট ব্যয় : ৭৮৩.৮৪ লক্ষ টাকা।	দেশীয় শিল্প-সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ অবদান রাখা তিনজন বরেণ্য ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষার্থে এবং তাদের সৃষ্টি কর্ম জনগণের নিকট উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনটি স্মৃতি কেন্দ্র বা সংগ্রহশালা স্থাপন করা হয়েছে।	চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা	কমান্ডান্ট মানিক চৌধুরী, আব্দুল হক চৌধুরী এবং কমরেড মনি সিংহ মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য এবং গণআন্দোলনে যে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছেন তা নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে।	
২৮.	অন লাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল : ডিসেম্বর-২০১৭ হতে জুন-২০২০ মোট ব্যয় : ২৭৩৩.২৩ লক্ষ টাকা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ১১৪টি যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়্যার স্থাপনের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রম অনলাইনে প্রবর্তন করা হয়েছে।	সমগ্র বাংলাদেশ	ঐতিহাসিক এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তকসমূহের ডিজিটাইজেশন করে তা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং জাতীয় ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে সুষ্ঠু সংরক্ষণ করা এবং তা পাঠকদের জন্য অনলাইনে ব্যবহারের সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ৬৫টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে পাঠকদের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ ১৪টি গণগ্রন্থাগার ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার/মেরামতের মাধ্যমে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারোপযোগী করা হয়েছে। দেশের জনগণকে অনলাইনে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে গণগ্রন্থাগার ভূমিকা রাখছে।	
২৯.	নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন, সংরক্ষণ, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০১৭ হতে জুন-২০২০ মোট ব্যয় : ৫৫৩.৪৬ লক্ষ টাকা।	নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন, সংরক্ষণ, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে।	ঢাকা	নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন, সংরক্ষণ, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে। সঠিক স্বরলিপিতে প্রমিত নজরুল সংগীত চর্চা করা সম্ভব হচ্ছে।	
৩০.	খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর অবকাঠামো উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০১২ হতে জুন-২০২১ মোট ব্যয় : ৪৭১.৫৪ লক্ষ টাকা।	আদিবাসীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ লক্ষ্যে বিদ্যমান ইনস্টিটিউটের কাজের পরিবেশের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন ভবনের মূল অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশে বিশেষ অবদান রাখছে।	
৩১.	কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির ভবন নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০১৭ হতে জুন-২০২১ মোট ব্যয় : ৩৬৮১.০৩ লক্ষ টাকা।	আঞ্চলিক ও লোকজ সংস্কৃতির লীলাভূমি কুষ্টিয়ায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অডিটোরিয়াম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।	কুষ্টিয়া	অডিটোরিয়াম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পীদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সংগে সমন্বয় রেখে জেলা পর্যায়ে মুক্ত মন ও মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্কৃতির বিভিন্ন	

ক্রমিক	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
				মাধ্যম জনগণের নিকট পরিচিত ও জনপ্রিয় করার কার্যক্রম বেগবান হয়েছে।	
৩২.	বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল : মে-২০১৪ হতে জুন-২০২০ মোট ব্যয় : ২১৪৪০.৬০ লক্ষ টাকা।	জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সংগে সমন্বয় রেখে বিভাগীয় শহর ও জেলা পর্যায়ে মুক্ত মন ও মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে নতুন আঙ্গিকে আধুনিক শিল্পকলা একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে।	খুলনা, রংপুর, জামালপুর, মৌলভীবাজার, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া।	শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে নতুন আঙ্গিকে আধুনিক শিল্পকলা একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে। শিল্পকলা একাডেমিগুলো হচ্ছে-খুলনা, রংপুর বিভাগ এবং জামালপুর, মৌলভীবাজার, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া জেলা। বিভাগীয় জেলা ও সংশ্লিষ্ট সকল জেলায় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।	
৩৩.	মণিপুরী ললিতকলা একাডেমীর প্রশিক্ষণ সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন ও গেষ্ট হাউজ নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০১৭ হতে জুন-২০২২ মোট ব্যয় : ১৮১৩.০৯ লক্ষ টাকা।	মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির আধুনিক ভবন ও অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।	মৌলভীবাজার	মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির আধুনিক ভবন ও অডিটরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সংগে সমন্বয় রেখে স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৩৪.	মরমী বাউল সাধক উকিল মুন্সী স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০১৯ হতে জুন-২০২২ মোট ব্যয় : ৫৪৭.৩৮ লক্ষ টাকা।	মরমী বাউল সাধক উকিল মুন্সী স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।	নেত্রকোণা	শিল্প সাহিত্যে বাউল সাধক উকিল মুন্সীর অবদান বিশেষ করে বাউল সংগীতের অবদান হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি দেশবাসীর নিকট তুলে ধরা। দেশে বাউল সঙ্গীতের প্রচার, প্রশিক্ষণ ও নতুন নতুন সঙ্গীত শিল্পী তৈরী করা। নেত্রকোণা তথা ময়মনসিংহ জেলার প্রাচীন শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা ও চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাউল সঙ্গীতসহ নেত্রকোণা জেলার প্রাচীন শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের উৎসব আয়োজন করার নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।	
৩৫.	দেশের সকল লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন। বাস্তবায়নকাল : জুলাই-২০২০ হতে জুন-২০২২ মোট ব্যয় : ১৯৬৪.৩৮ লক্ষ টাকা।	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ও কর্মকে শিশু কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দেশের ১০০০ টি সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।	সমগ্র বাংলাদেশ	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ও কর্মকে শিশু কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দেশের ১০০০ টি সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ও শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন-কর্ম সম্পর্কিত বই সরবরাহের মাধ্যমে পাঠক, গবেষক,	

ক্রমিক	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
				তথ্য আহরণকারী ব্যক্তিবর্গসহ সর্বসাধারণের কাছে জাতির ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।	
৩৬.	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পাঁচটি প্রকল্পের ওপর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। বাস্তবায়নকাল : মে-২০২১ হতে জুন-২০২২ মোট ব্যয় : ৩৭৯.০০ লক্ষ টাকা।	আবদুল হামিদ শিল্পকলা একাডেমি ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ। দেশের ১৪ টি জেলায় শিল্পকলা একাডেমির ভবন নির্মাণ। বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের নামে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ । মুক্তাগাছা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ এবং সুনামগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির সংস্কার ও নবায়ন। দেশব্যাপী ২৬টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির সংস্কার ও নবায়ন। উপজেলা পর্যায়ে ৩০টি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ওপর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে।	সমগ্র বাংলাদেশ	সমীক্ষার মাধ্যমে ৫টি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যউপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।-	
৩৭.	কপিরাইট ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। মেয়াদ: জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ মোট ব্যয় : ৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৩ তলা বিশিষ্ট কপিরাইট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।	ঢাকা	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক মেধাসম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নিজস্ব সংস্থার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও ঠিকানা, যা Cultural Hub হিসেবে পরিনত হয়েছে।	
৩৮.	১৯৭১ : গণহত্যা- নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩ মোট ব্যয় : ৩২২২.৪৪ লক্ষ টাকা।	মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে উপস্থাপন, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনের লক্ষে মুক্তিযুদ্ধকালে ঘটে যাওয়া গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানমূখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা দেশী ও বিদেশী দর্শনার্থীদের সামনে উপস্থাপনের লক্ষে একটি জাদুঘর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।	খুলনা	গণহত্যা- নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের সুক্তিযুদ্ধকালে ঘটে যাওয়া গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য নিদর্শন দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গণহত্যা তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে।	
৩৯.	শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। মেয়াদ: সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মোট ব্যয় : ৩৯৬০.৪৯ লক্ষ টাকা।	শৈলজারঞ্জন মজুমদার কর্তৃক রবীন্দ্র সংগীতের বিকাশ ও জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা; দেশে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার সাধন ও নতুন সঙ্গীত শিল্পী তৈরি করা; রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চা ও এর বিষেশত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার মর্মে শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।	নেত্রকোণা	শৈলজারঞ্জন মজুমদার কর্তৃক রবীন্দ্র সংগীতের বিকাশ ও জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। দেশে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার সাধন ও নতুন সঙ্গীত শিল্পী তৈরি করা হচ্ছে।	